গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৮ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৮তম সভা ১৮ আগষ্ট, ২০১৩ তারিখ দুপুর ১.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সোবহান সিকদার এর সভাপতিত্বে তাঁর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আলী মোস্তাফা চৌধুরী - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০২। বিগত ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১৭তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে।

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে বোর্ডের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা গত ০৬-০৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবনের জন্য প্রস্তাবিত জায়গার সয়েল টেষ্ট করার জন্য প্রাক্কলিত টাঃ৩,৮৪,১৪৯/- প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করা হয় এবং ডিপিপিতে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পূর্নাঙ্গ রিপোর্টসহ ডিপিপি পূনর্গঠনের জন্য ১৫-০৭-২০১৩ তারিখে পত্র দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সয়েল টেষ্ট করার জন্য ইতোমধ্যে হাউজ বিল্ডিং রিসার্স ইনষ্টিটিউট-কে পত্র দেয়া হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সয়েল টেষ্টের কাজ শুরু করবে বলে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ দ্রুত শেষ করে পূনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ দ্রুত শেষ করে পূনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.২ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

রাজশাহী ও খুলনার সরকারি কমিউনিটি সেন্টারের বিষয়ে বাস্তবতার নিরিখে স্বল্পব্যয়ে সংস্কার ও মেরামত কাজ করে ব্যবহার উপযোগী এবং আয় বর্ধক করা যায় কি না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় হতে টাঃ ১,০৩,১৫,১৮২/- (এক কোটি তিন লাখ পনের হাজার একশত বিরাশি) মাত্র এবং বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা হতে টাঃ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লাখ) মাত্র এর প্রাক্কলন পাওয়া যায় বলে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর

সভাপতি মহোদয় প্রাক্কলিত টাকা বোর্ড হতে মেটানো সম্ভব হবে কিনা জানতে চাইলে বোর্ডের মহাপরিচালক জানান যে, এ বিশাল অংকের টাকা বোর্ড হতে মেটানো সম্ভব নয়। সে প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় জানান যে, প্রতিবছর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ ১০.০০(দশ) কোটি টাকার মধ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করে টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়ে থাকে। তদানুযায়ী বোর্ডের উক্ত দু'টি কমিউনিটি সেন্টার সংস্কারের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। কর্মসূচীতে Cost benefit analysis করে কি পরিমান আয় হতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে।

অপরদিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীন কমিউনিটি সেন্টারটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক সুবিধাজনক সময়ে পরিদর্শন পূর্বক সিদ্ধান্ত/মতামত প্রদানের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) রাজশাহী ও খুলনার সরকারি কমিউনিটি সেন্টার দু'টির সংস্কারের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(২) চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় সরেজমিনে পরিদর্শন করে উক্ত সেন্টারটিকে আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-সচিব(সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২) পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(৩) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম।

২.৩ সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

১৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা কর্তৃক দাবীকৃত অর্থের হিসাব চুড়ান্তকরণের বিষয়ে ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম-সচিব (প্রণীমুমা) এর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে কেন্দ্রীয়ভাবে সারা দেশব্যাপী ২০০৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক মাসিক কল্যাণ ভাতা ও বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য বাবদ এবং ২০০৬ সালের পর থেকে শুধু মাত্র ঢাকা মহানগরী ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ের সমন্বয়ে হিসাব-নিকাশ চুড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ১৭/০৬/২০১৩ তারিখের নং-৫৩.০১১.০৩৪.০০.০০.০০১.২০০৭(অংশ) /১৭৭ এর মাধ্যমে জানানো হয়।

প্রধান কার্যালয়ে মাসিক কল্যাণ ভাতা ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত মোট ৮৩,৭০৯ টি কার্ডের তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষিত আছে। কল্যাণ বোর্ডের ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় হতে ২০০৬ সালের পর হতে ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক পরিশোধিত মোট টাকার হিসাব বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি হিসাব পাওয়া যায়নি বলে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে সভায় সকলেই একমত পোষণ করেন যে, কেন্দ্রীয়ভাবে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হিসাব তরান্বিতকরা সহ বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে হিসাবের কাজ যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে চুড়ান্ত করার জন্য তাগিদ দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কেন্দ্রীয়ভাবে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হিসাব তরান্বিতকরা সহ বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে হিসাবের কাজ যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে চুড়ান্ত করার জন্য তাগিদ পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা।

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ও বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা।

২.৪ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আধুনিক হাসপাতালটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর, জনবল নিয়োগ ও বাজেট স্থানান্তর সংক্রান্ত।

সরকারের সিদ্ধান্তানুযায়ী হাসপাতালটি ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসা তত্বাবধায়ক সভায় অবহিত করেন। হাসপাতাল সম্পর্কে সভাপতি মহোদয় জানান যে, সরকারের সিদ্ধান্তানুযায়ী হাসপাতালের জনবল নিয়োগ, পদ সৃজন, বাজেট, নীতিমালা প্রণয়ন, হাসপাতালটি উদ্বোধন এবং সর্বোপরি এর পরিচালনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় করবে বিধায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কোন করণীয় নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ সরকারের সিদ্ধান্তানুযায়ী হাসপাতালটি উদ্বোধনসহ সকল বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২.৫ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

১৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের আয় বৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ ও শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন কাজের জন্য প্রাক্কলিত টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- মাত্র ব্যয় না করে নিজস্ব তহবিল হতে টাঃ ২২,০০,০০০/- (বাইশ লাখ) মাত্র এর প্রাক্কলন তৈরী করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদনের বিষয়ে সভায় সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন ও সংস্কার কাজের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে টাঃ ২২.০০ লাখ এর মধ্যে প্রাক্কলন তৈরি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা) ও উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১৮ তম সভার আলোচ্য বিষয় ও গৃহিত সিদ্ধান্তসমুহ।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় ব্যয় ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট পরিশিষ্ট ক ও খ এর মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় এ বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(বাজেট-১) ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংশোধন পূর্বক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কল্যাণ তহবিলের জন্য উদ্বৃত্ত টাঃ ৪,০৯,৬০,৪২৬/- (চার কোটি নয় লাখ ষাট হাজার চারশত ছাব্বিশ) সহ মোট টাঃ ৬৬,৯০,১৭,৪২৬/- (টাঃ ছেষট্টি কোটি নব্বই লাখ সতের হাজার চারশত ছাব্বিশ) ও যৌথবীমা তহবিলের জন্য উদ্বৃত্ত টাঃ ৪,৯৭,২৪,২৬০.১৭ (টাঃ চার কোটি সাতানব্বই লাখ চব্বিশ হাজার দুইশত ষাট এবং পয়সা সতের) সহ মোট টাঃ ৪৫,১৭,৭৫,২৬০.১৭ (টাঃ পঁয়তাল্লিশ কোটি সতের লাখ পঁচাত্তর হাজার দুইশত ষাট এবং পয়সা সতের) এর বাজেট পরিশিষ্ট ক ও খ- তে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বোর্ডের কল্যাণ তহবিলের জন্য উদ্বৃত্ত টাঃ ৪,০৯,৬০,৪২৬/- (চার কোটি নয় লাখ ষাট হাজার চারশত ছাব্বিশ) সহ মোট টাঃ ৬৬,৯০,১৭,৪২৬/- (টাঃ ছেষট্টি কোটি নব্বই লাখ সতের হাজার চারশত ছাব্বিশ) ও যৌথবীমা তহবিলের জন্য উদ্বৃত্ত টাঃ ৪,৯৭,২৪,২৬০.১৭ (টাঃ চার কোটি সাতানব্বই লাখ চব্বিশ হাজার দুইশত ষাট এবং পয়সা সতের) সহ মোট টাঃ ৪৫,১৭,৭৫,২৬০.১৭ (টাঃ পঁয়তাল্লিশ কোটি সতের লাখ পঁচাত্তর হাজার দুইশত ষাট এবং পয়সা সতের) এর বাজেট সংশোধনপূর্বক অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০২। বোর্ডের ভিশন মিশন অবজেকটিভসহ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুমোদন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। উক্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভাগীয় কমিশনার ও আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটির সভাপতি মহোদয় বরাবরে তাঁদের সদয় মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য অনানুষ্ঠানিক পত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) ও যুগ্ম-সচিব(সওক) এবং রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কিছু শব্দ সংশোধন করেন বলে সভায় জানানো হয়। সভাপতি মহোদয় বোর্ডের সিটিজেন চার্টারের ভিশনে উল্লেখিত প্রজাতন্ত্রের কর্মীবাহিনী এর পরিবর্তে প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারী বলা যেতে পারে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বোর্ডের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিটিজেন চার্টারটি সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) নির্ধারণ করে প্রণীত খসড়া বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৩। কল্যাণ তহবিল হতে মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের জন্য পুনঃ নির্ধারিত হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট নির্ধারণ সংক্রান্ত।

কল্যাণ তহবিল হতে সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মৃত/অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনধিক ২ সন্তানের শিক্ষাসহায়তার হার ১৭তম বোর্ড সভায় নিম্নরূপ হারে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) ৯ম ও ১০ম শ্রেণী বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ৭৫/- এর স্থলে টাঃ ১৫০/-।

(২) একাদশ ও দ্বাদশ বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ১০০/- এর স্থলে টাঃ ২০০/-।

(৩) স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী/কোসের জন্য প্রতি মাসে টাঃ ১২৫/- এর স্থলে ২৫০/-।

(৪) স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্স এবং বিএসসি ইঞ্জিঃ ও এমবিবিএস কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টাঃ১৫০/- এর স্থলে টাঃ ৩০০/-।

বর্তমানে শিক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে নিরূপিত হওয়ায় শিক্ষাবৃত্তির উপরোক্ত হার বাস্তবায়নে ন্যূনতম কোন গ্রেড বিবেচিত হবে তা সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় মৃত/অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনধিক ২ সন্তানের সামাজিক নিরাপত্তা ও তারা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য এ কার্যক্রমকে শিক্ষা-বৃত্তি হিসেবে গণ্য না করে মূলত শিক্ষা সহায়তা ভাতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ন্যূনতম ৫০-৫৯ পর্যন্ত গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ (লেটার গ্রেড বি) প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পূনর্নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা ভাতা হিসেবে গণ্য করে ন্যূনতম ৫০-৫৯ পর্যন্ত গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ (লেটার গ্রেড বি) প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পূনর্নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

০৪। দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান বাবদ টাঃ ২৫,০০০/- এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রদত্ত টাকা পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

সাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী কল্যাণ কমিটির ১৪-০২-১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ ও তাদের পোষ্যদের মৃত্যু হলে উভয় ক্ষেত্রে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ টাঃ৩,০০০/- (তিন হাজার) এবং ১০ কিলোমিটারের উর্ধে মৃত্যুদেহ পরিবহন করা হলে সেক্ষেত্রে ২,০০০/- (দুই হাজার) সহ মোট টাঃ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০০৪ সালে ১ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ৩২ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ প্রণয়ন করেন। উক্ত বিধিমালা ১৩(৫) এ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ বা তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মৃত্যুজনিত কারণে মৃতদেহ দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান অর্থ প্রদান করা এবং ১০(দশ) কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে মৃতদেহ পরিবহনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সাহায্যও প্রদান করা যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে।

সরকার বেসামরিক প্রশাসনে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যকে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমান টাঃ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) থেকে টাঃ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) পুনঃ নির্ধারণ করে এবং এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৯ জুন, ২০১৩ তারিখে নং ০৫.০০.০০০০.১২৩.৯৯. ০২৬.১০-১৪৮ এর মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারী করেছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

পূর্বে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ ও তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ টাঃ৩,০০০/- (তিন হাজার) এবং ১০ কিলোমিটারের উর্ধে মৃত্যুদেহ পরিবহন করা হলে সে ক্ষেত্রে ২,০০০/- (দুই হাজার) সহ মোট টাঃ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) অনুদান প্রদান করা হতো। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান টাঃ ৫,০০০/- এর স্থলে টাঃ১০,০০০/- বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বাজেটের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ২ভাগে বিভাজন না করে সর্বসাকুল্যে টাঃ ৫,০০০/- প্রদানের বিষয়টি বহাল রাখা যেতে পারে বলে সকলে একমত হন।

সিদ্ধান্তঃ (১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯ জুন, ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ০৫.০০.০০০০.১২৩.৯৯. ০২৬.১০-১৪৮ মোতাবেক বেসামরিক প্রশাসনে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যকে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ টাঃ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) প্রদান করতে হবে।

(২) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ২ভাগে বিভাজন না করে সর্বসাকূল্যে টাঃ ৫,০০০/- প্রদানের বিষয়টি বহাল থাকবে।

(৩) বোর্ডের ২১-০৯-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-পরিচালক মঞ্জুরী প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

০৫। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যুর পর কবরস্থানের জন্য অকৃষি খাস জমি জায়গা বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক বন্দোবস্ত গ্রহণের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর পর দাফনের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী/ নারায়নগঞ্জ/গাজীপুর এলাকায় কবরস্থানের জায়গা নির্ধারণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও স্ব-স্ব জেলার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শন করে নিম্নেবর্ণিত জায়গাগুলো কবরস্থান নির্মাণ করার উপযোগী বলে সুপারিশ করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

জেলার নাম	জমির অবস্থান ও বিবরণ	সুপারিশ
মানিকগঞ্জ জেলা, সদর থানা	মৌজা- দাশড়া, খতিয়ান নং- ০১, আর এস দাগ নং- ৩৫২, জমির পরিমান- ১.৮৫ একর।	সরকারের অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক কবরস্থানের জন্য ১০% মূল্য বা নামমাত্র প্রতীকি মূল্য দিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।
নারায়নগঞ্জ জেলা, সদর উপজেলা	আটি মৌজায় সরকারি ১নং খাস খতিয়ান, আর,এস দাগ নং- ৫৫৩, মনোয়ারা জুটমিল সংলগ্ন শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম পাড়ে ৩.০০ একর জমি।	সরকারের অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক কবরস্থানের জন্য ১০% মূল্য বা নামমাত্র প্রতীকি মূল্য দিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।
নারায়নগঞ্জ জেলা, সদর উপজেলা	লক্ষণখোলা আটি মৌজায় সরকারি ১নং খাস খতিয়ান, বিভিন্ন আর এস দাগে ৯.৩২ একর জমি।	সরকারের অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক কবরস্থানের জন্য ১০% মূল্য বা নামমাত্র প্রতীকি মূল্য দিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।
নারায়নগঞ্জ জেলা, বন্দর উপজেলা	কুড়িপাড়া মৌজায় সরকারি ১নং খাস খতিয়ান, আর এস ৫২৭/৫২৮/৫২৯ নং দাগে মোট জমি ১.৪৬ একর।	সরকারের অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক কবরস্থানের জন্য ১০% মূল্য বা নামমাত্র প্রতীকি মূল্য দিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।

সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল উদ্যোগ। আরো আগেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন ছিল। বর্তমানে প্রস্তাবিত জায়গা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার প্রধান কর্তৃক নামমাত্র প্রতীকি মূল্য বা ১০% মূল্য দিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে নতুবা এ জায়গাও হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। ঢাকা, গাজীপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় কবরস্থানের উপযোগী কোন জায়গা পাওয়া যায়নি এবং উক্ত সুপারিশকৃত জায়গা ব্যতিত ঢাকা, গাজীপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় কবরস্থানের জন্য উপযোগী কোন জায়গা পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

বোর্ডের পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) জানান যে, স্থানীয় মূল্য হিসেবে প্রস্তাবিত জায়গা ১০% মূল্য দিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে হলে আনুমানিক টাঃ ৩.৫০ (তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ) কোটি প্রয়োজন হবে যা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে সরকার প্রধান কর্তৃক অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক ১০% মূল্য দিয়ে বা সরকার প্রধান নামমাত্র প্রতীকি মূল্যে জমি বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারেন। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইহা একটি মহৎ উদ্যোগ হেতু কবরস্থানের জন্য নামমাত্র প্রতীকি মূল্যে সুপারিশকৃত জমি বন্দোবস্ত গ্রহনের বিষয়টি অনুমোদন করা যেতে পারে বলে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সভায় আরো জানানো হয় যে, কবরস্থানের জায়গা বন্দোবস্ত গ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য জনতা ব্যাংক লিঃ, জিরো পয়েন্ট শাখা, ঢাকায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মৃত্যুর পর কবরস্থান তহবিল শিরোনামে একটি ব্যাংক একাউন্ট আছে যার নং এসএনডি-৫২। উক্ত ব্যাংক হিসেবে বর্তমানে টাঃ ১৯,৫৬,৩০০/- মাত্র জমা আছে যা কবরস্থানের জায়গার মাটি ভরাট, বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। তবে জায়গা উন্নয়ন কাজে আরো টাকার প্রয়োজন হবে, যা কল্যাণ অনুদান খাতে সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মানিকগঞ্জ জেলায় ১টি জায়গা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৩টি জায়গা কবরস্থান নির্মাণের জন্য সরকারের অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক ১০% মূল্য দিয়ে বা সরকার প্রধান নামমাত্র প্রতীকি মূল্য পরিশোধ করে বন্দোবস্ত গ্রহণের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

(২) বিধি মোতাবেক জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সত্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(৩) উক্ত সুপারিশকৃত জায়গা ব্যতিত ঢাকা, গাজীপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় কবরস্থানের জন্য আরো উপযোগী কোন জায়গা পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২) ভূমি মন্ত্রণালয়।
(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(৪) জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ঢাকা/গাজীপুর/মুন্সীগঞ্জ।

০৬। ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে জাতীয় বেতনস্কেলে ১৬৩টি এবং মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ২১০টি পদ সংরক্ষণ (Retention)।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদগুলি বছর ভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। স্টাফবাস কর্মসূচীর জন্য জাতীয় বেতন স্কেলে সৃষ্ট ১৬৩টি এবং মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ২১০টি পদ পূর্বের ন্যায় ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়।

এক্ষেত্রে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্টাফবাস কর্মসূচীর বাসগুলি দ্বারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিসে সময়মত আনা নেয়ার কাজ করা হয় যা দৃশ্যমান। তবে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কি ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, প্রতি বছর কত জন ছাত্রী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এবং তারা প্রশিক্ষণ শেষে কি ধরণের কাজে নিয়োজিত থেকে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলে তার একটি পরিসংখ্যান থাকা প্রয়োজন। মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম, গত পাঁচ বছরে কত জন ছাত্রী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে এবং কতজন ছাত্রীর কি ধরণের কর্মসংস্থান হয়েছে তার একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায় স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৬৩ টি পদ ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সংরক্ষণ (Retention) করা যেতে পারে এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্বলিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৭টি পদ সংরক্ষণের (Retention) বিষয়টি পরবর্তীতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৬৩ টি পদ ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সংরক্ষণ (Retention) করা হয় এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্বলিত প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৭টি পদ সংরক্ষণের (Retention) বিষয়টি পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

০৭। বিআরটিসি কর্তৃক সচিবালয়ের স্টাফ পরিবহনের ভাড়া পূনঃ নির্ধারণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪/০৯/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভায় ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে বিআরটিসি বাসের ভাড়া ৭৩.৯১% হারে বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ছিল টাঃ ৪০/- যা ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে টাঃ ৬১/- হওয়ায় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বৃদ্ধিজনিত কারনে বোর্ডের ১৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুলাই/১২ হতে বিআরটিসির বাস ভাড়া ৫% বৃদ্ধি করা হয়।

গত ০৩/০১/২০১৩ তারিখ থেকে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮/- টাকা, টায়ার-টিউবের মূল্য ১১০% বৃদ্ধি ও যন্ত্রাংশের মূল্যও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আনুপাতিক হারে বিআরটিসির ভাড়া বাড়েনি বলে বিআরটিসির স্টাফবাস পরিচালনার জন্য দ্বিতল বাসে ১০০% এবং ১তলা বাসে ৭০% ভাড়া (ভ্যাট ব্যতীত) বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করে।

স্টাফবাস কর্মসূচী পরিচালনায় নিজস্ব বাস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানী ক্রয়, টায়ার টিউব, ব্যাটারী ও অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার থেকে যে পরিমান অনুদান পাওয়া যায় তা দ্বারা স্টাফবাস পরিচালনা ব্যয় মেটানোই কষ্টকর বিধায় বিআরটিসি বাসের ভাড়া ৫% এর বেশী বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না বলে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচী ও বিআরটিসি এ দু'টোই সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজেই উভয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করা এবং এর কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিআরটিসির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বর্তমানে বিদ্যমান ভাড়ার ওপর ১৫% বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মোট (৭৪% + ৫% + ১৫%) = ৯৪% বৃদ্ধি হবে। এ বিষয়ে সভায় সকলেই একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচী পরিচালনায় বিআরটিসির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বর্তমানে বিদ্যমান ভাড়ার ওপর ১৫% বৃদ্ধি করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৮। **বিবিধ।**

জনাব মোঃ আব্দুল নূর স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার এলপিআর ভোগরত অবস্থায় ০৭-১১-২০০৭ তারিখে ম্যত্যুবরণ করেন এবং তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর পিতা মাতা মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে সে মোঃ আব্দুল মকিচ নামে ৭৫ বছর বয়সের ১ ভাই, ১ বিবাহিত বোন এবং ভাই মকিচের ২ কন্যা রেখে জান। মকিচের ২ কন্যার মধ্যে ১ জন বিধবা অবস্থায় পিত্রালয়ে ও অপরজন স্বামীর সংসারে বসবাস করছেন।

কল্যাণ বোর্ড হতে কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার সাহায্য - পুরুষ কর্মচারীর ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং মহিলা কর্মচারীর ক্ষেত্রে স্বামী, বৈধ সন্তানগণ, পিতা-মাতা, নাবালক ভাই, অবিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত বোন যারা কর্মচারীর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত একত্রে বসবাস করতেন এবং তার আয়ের উপর সম্পূর্ণরুপে নির্ভরশীল ছিলেন তারাই উক্ত সাহায্য প্রাপ্য হবেন। এ বিধানানুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল নূর এর বড় ভাই মোঃ আব্দুল মকিচ কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার সাহায্য প্রাপ্য নন। এ সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ডের আইনে পরিবারের সঙ্গা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের আইন মোতাবেক কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার সাহায্য প্রাপ্য না হলে তিনি এ সাহায্য পাবেন না এবং এক্ষেত্রে বোর্ডের আইন সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের আইন মোতাবেক বড় ভাই যেহেতু কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার সাহায্য প্রাপ্য নন সেহেতু বোর্ডের আইন সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবদুস সোবহান সিকদার)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।